MAY 24 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ৩ .....

শিক্ষা ভবনে বঞ্চিত শিক্ষকদের আহাজারি

ইলিয়াস খান

শিক্ষা ভবন এখন প্রাপ্য সুবিধাবঞ্চিত হাজার হাজার শিক্ষকদের আহাজারিতে ভারাক্রান্ত। নিয়মানুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষা ভবনে বঞ্চিত

(প্রথম পাতার পর)

না জানানোয়
পদোন্নতি, টাইম স্কেল, স্কুল পরিবর্তন করায় নতুন করে
এমপিওভুক্তি ইত্যাদির কাগজপত্র ঠিক করতে না পেরে
আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন এসব শিক্ষক। কাগজপত্র
জমা দেয়ার নির্ধারিত সময় চলে যাওয়ায় এঁরা এখন
বিসিত সেকশন থেকে পরিচালক এর কক্ষে দৌড়াদৌড়ি
করছেন। কিন্তু অফিসিয়াসী তাঁদের কাগজপত্র জমা
নেয়া হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষের এই গাফিলতির প্রতিকার
চেয়েও কোন ফল পাচ্ছে না শিক্ষকমহল।
জানা গেছে, প্রতি অর্থবছরে তিনবার শিক্ষকদের
পদোন্নতি, টাইম স্কেলসহ সকল প্রকার কাগজপত্র ঠিক
করে শিক্ষা ভবনে জমা দেয়ার জন্য বলা হয়।
সেপ্টেম্বর, জানুয়ারি ও এপ্রিল মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়,
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর এবং বাংলাদেশ
শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)-এর যৌথ
বৈঠক শেষে জেলা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে কাগজপত্র
জমা দেয়ার তারিখ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোকে
জানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এই প্রথমবারের শিক্ষকদের তা
জানানো হয়নি। গত ১ এপ্রিল এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে ৭ মের মধ্যে শিক্ষকদের
কাগজপত্র জমা দিতে হবে। না জানানোয় প্রত্যন্ত
অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক
কাগজপত্র জমা দিতে পারেননি। উল্লেখ্য, দেশে
বর্তমানে বেসরকারী এমপিওভুক্ত স্কুলের সংখ্যা ১৪
হাজার ২৫৩, কলেজ ১ হাজার ৮৭১, মাদ্রাসা ৬ হাজার
৭৩৭, এসএসসি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট ৪৭৫ এবং
এইচএসসি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট ১৮৭। এসব
প্রতিষ্ঠানে ৩ লাখ ৬ হাজার ৫৬ শিক্ষক, ৩০ হাজার
৩১৭ তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী এবং ৭০ হাজার ৮৯৯
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে।
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর সূত্র জানায়,
প্রতিবছর এসব শিক্ষক ও কর্মচারীদের শতকরা ১৫
থেকে ২০ ভাগের কোন না কোন কাগজ ঠিক করতে
হয়। কাগজপত্র ঠিক না করতে পারলে এঁরা আর্থিকভাবে
ক্ষতিগ্রস্ত হন। গত মঙ্গলবার শিক্ষা ভবনে বসে কথা হয়
মিরপুর সিদ্ধান্ত স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক নজরুল
ইসলামের সঙ্গে। তিনি জানান, গত দু'মাস আগে
রাজধানীর আনোয়ারা বেগম হাইস্কুল ও কলেজ থেকে
তিনি এই স্কুলে এসেছেন। স্কুল পরিবর্তন করলে বেতন
পেতে কিছু কাগজপত্র ঠিক করতে হয়। কিন্তু এই
কাগজপত্র জমা দেয়ার তারিখ না জানতে পারায় তিনি
নির্ধারিত তারিখে জমা দিতে পারেননি। ৭ মের
পরিবর্তে তাঁর কাগজ জমা হয়েছে ১১মে।